হোমিও চিকিৎসায় ৪৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা

হোমিও চিকিৎসায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর

ডাঃ মোহাম্মদ ইসমাইল খান

সম্পাদনায়

ডাঃ ফিরোজা খান পারভিন

মডার্ণ পাবলিকেশন্স

৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানসিক রোগ	১৭
উন্মাদ	১৭
মৃগী	৩৮
খিচুনী কালীন নানা উপসর্গ	৪৩
খিচুনীর পর দেখা দেওয়া বিভিন্ন উপসর্গ	৪৫
খিচুনী শুরুর পূর্ব মুহূর্তের বিশেষ অনুভূতি (Aura)	৪৬
মাথাঘোরা	৫০
মাথা বেদনা	৫৮
চিকিৎসা	৫৮
রোগী বর্ণনা	৬১
খুস্কি	৭৪
টাক পড়া	৭৪
চুল উঠা	৭৫
চুলপাকা	৭৫
চক্ষু রোগ	৭৫
চোখ উঠা	৭৫
চোখের পাতার লোম উঠিয়া ক্ষত হওয়া	৭৭
কোন জিনিসের অর্ধেক না দেখা	৭৭
নেত্রনালী	৭৮
রাতকানা	৭৮
চোখে ছানিপড়া	৭৯
চোখে চুন বা এসিড পড়া	৭৯
অঞ্জনী	৭৯
টেরিজিয়াম	৮১
চোখের আঘাত	৮১
চোখের সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত রোগী	৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্ণ রোগ	৮৭
বধিরতা	৮৭
কান পাকা	৮৯
কানে একজিমা	৯০
কর্ণনাদ	৯০
কর্ণশূল	৯১
কানের ভিতরের ফোঁড়া	৯১
নাসিকা রোগ	৯১
নাসিকার রক্তস্রাব	৯১
নাসিকার পচাক্ষত	৯২
নাসিকায় মামড়ি পড়া	৯৩
নাসিকার অর্বুদ বা পলিপাস	৯৩
নাসিকা রোগের কতিপয় রোগীর বর্ণনা	৯৩
নাকের দুর্গন্ধ	৯৪
হাঁচি	৯৪
মুখমণ্ডলের রোগ	৯৫
বয়ঃব্রণ	৯৫
মুখমণ্ডলের ফোঁড়া	৯৬
মুখমণ্ডলের দাদ ও একজিমা	৯৭
মুখমণ্ডল এবড়ো থেবড়ো হওয়া	৯৭
মাড়ী ক্ষত	৯৭
দন্ত বেদনা	১০০
মুখ ক্ষত	১০৩
গলক্ষত	১০৪
গলার অন্যান্য কয়েকটি রোগ	১০৫
ডিপথেরিয়া	১০৬
ডিপথেরিয়ার কয়েকটি রোগীর বর্ণনা	১০৮
অন্ন নালীর সংকোচন	১১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্ত্রাববোধ	১১২
পেট বেদনা	১১৫
পেট ফাঁপা	১১৮
আমাশয়	১১৯
আমাশয়ের দুইটি রোগীর বর্ণনা	১২২
হারিস বাহির হওয়া	১২৩
উদরাময়	১২৪
কলেরা	১২৭
উদরাময় প্রধান কলেরা	১২৮
কলেরা	১২৯
বমি প্রধান কলেরা	১২৯
আক্ষেপ প্রধান কলেরা	১৩০
দাস্তবমি ও খিলধরা বিহীন কলেরা	১৩১
অম্ল, অজীর্ণ ও পরিপাক যন্ত্রের ক্ষত	১৩৫
পরিপাক যন্ত্রের ক্ষতের কতিপয় রোগীর বর্ণনা	১৪৩
পেটে অসহ্য জ্বালার দুইটি রোগীর বর্ণনা	১৪৫
লিভার এবসেস বা যকৃতের স্ফোটক	১৪৭
জণ্ডিস বা ন্যাবা	১৪৯
ন্যাবার কতিপয় রোগীর বর্ণনা	১৫১
শোথ ও উদরী	১৫৪
স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত	১৫৮
গলা খেঁকারী	১৬০
কাশি	১৬০
হুপিং কাশি	১৬১
হুপিং কাশির কয়েকটি রোগী	১৬৪
বিবিধ প্রকারের কাশি	১৬৬
ঘুংড়ি কাশি	১৬৭
ব্রঙ্কাইটিস	১৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিউমোনিয়া	১৭০
প্লুরিসি	১৭৩
রাজ যক্ষ্মা	১৭৪
থাইসিস বা রাজ যক্ষ্মার কতিপয় রোগীর বর্ণনা	১৭৯
হাঁপানী	১৮৮
হাঁপানীর কতিপয় ঔষধের বর্ণনা	১৮৯
কয়েকটি রোগীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১৯৬
হৃদরোগ	১৯৮
হৃদরোগের কতিপয় রোগীর বর্ণনা	২০২
সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর	২০৭
ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া	২১২
টাইফয়েড জ্বর	২১৩
চিকিৎসা	২১৩
কতিপয় মারাত্মক টাইফয়েড রোগী	২১৭
প্যারা টাইফয়েড	২১৮
একটি প্যারা টাইফয়েডের রোগী	২১৮
সেরিব্রো স্পাইনাল ফিভার বা ম্যানিনজাইটিস	২১৯
কালাজ্বর	২২০
একজ্বর	২২১
মারাত্মক উচ্চজ্বর	২২১
ইনফ্লুয়েঞ্জা	২২১
সর্দিজ্বর	২২৩
দুষ্ট জাতীয় সর্দি জ্বর	২২৪
জলবসন্ত	২২৫
হাম	২২৫
চিকিৎসা	২২৬
ব্লাড প্রেসার বা রক্তের চাপ	২২৮
স্বপ্নদোষ	২৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
হস্তমৈথুন	২৩৪
অপূর্ণাঙ্গ মৈথুন	২৩৫
কামোন্মাদ	২৩৬
শুক্র মেহ	২৩৬
ধ্বজভঙ্গ	২৩৭
চিটা অণ্ডকোষ ও ক্ষুদ্র লিঙ্গের চিকিৎসা	২৩৮
গনোরিয়া	২৪১
গনোরিয়া চাপা দেওয়া দুইটি রোগীর বর্ণনা	২৪৪
সিফিলিস বা উপদংশ	২৪৫
মূত্রনালীর সঙ্কোচন	২৪৭
মূত্রনালীর সংকোচনজনিত কয়েকটি রোগীর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল	২৪৮
মূত্র পাথরি	২৫০
মূত্রপাথরীর কয়েকটি রোগীর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল	২৫১
বহুমূত্র	২৫৩
মুদা ও উল্টা মুদা	২৫৪
মূত্রগ্রন্থি (কিডনী) প্রদাহ বা নেফ্রাইটিস	২৫৫
এলবুমেনোরিয়া	২৫৬
মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির	২৫৭
বা	২৫৭
প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি	২৫৭
নিম্নে আমার চিকিৎসিত কতিপয় রোগীর চিকিৎসা বর্ণনা লিপিব্ধ করা হইল	২৫৭
অর্শ	২৫৯
ভগন্দর	২৬৩
অস্থি ক্ষত	২৬৪
অস্থিক্ষতের কতিপয় রোগীর বর্ণনা	২৬৫
অস্থির অপর কয়েকটি রোগ	২৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
অস্থি বৃদ্ধির কয়েকটি রোগীর বর্ণনা	২৬৭
অস্থি বেদনা	২৬৮
অস্থি বেদনার ২টি রোগীর বর্ণনা	২৬৮
কম্পন	২৬৮
পক্ষাঘাত	২৬৯
বাত রোগ	২৭২
ঘাড়ের বাত	২৭২
ঘাড়ের বাতের একটি রোগীর বর্ণনা	২৭৩
বক্ষ ও পার্শ্ববাত বা (Plurodinia)	২৭৩
মেরুদণ্ডের বাত	২৭৪
কোমরের বাত ও সায়েটিকা বাত	২৭৪
গেঁটে বাত	২৭৭
(স্কন্ধ ও বাহুমূলী বাত)	২৭৮
হাঁটু বাত	২৭৯
ভ্রমণশীল বাত	২৮১
পদতলের বাত	২৮৩
ফাইলেরিয়াসিস	২৮৪
কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগ	২৮৫
লোকোমটর এটাক্সি	২৮৬
ঝিন ঝিনে রোগ	২৮৭
টিউমার বা অর্বুদ	২৮৯
ক্যান্সার বা উৎকট প্রকৃতির অর্বুদ	২৯১
সেপ্টিক বা দূষিত ক্ষত	২৯৯
সাইনাস ও চিরনালী ক্ষত	৩০১
শুকাইবার প্রবণতাহীন ক্ষত	৩০২
নখের পীড়া	৩০৩
আঙ্গুল হাড়া	৩০৩
বিষব্রণ ও পৃষ্ঠব্রণ	৩০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্ষৌরকণ্ডু	৩০৭
ফোড়া ও প্রদাহ	৩০৭
ইরিসিফোলাস	৩০৯
গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি স্ফীতি	৩০৯
গ্ল্যাণ্ডুলার বা গ্রন্থির ঢিবি	৩১০
ধনুষ্টংকার	৩১১
ধনুষ্টংকারের কতিপয় রোগীর বর্ণনা	৩১২
সিসটাইটিস বা মূত্রস্থলী প্রদাহ	৩১৫
হার্ণিয়া	৩১৫
টনসিলাইটিস	৩১৬
একজিমা ও নানা প্রকার চর্ম রোগ	৩১৭
ধবর বা শ্বেত কুষ্ঠ	৩২১
আঁচিল	৩২১
আমবাত	৩২৩
হার্পিস (Herpes)	৩২৪
পায়ের তালুর কড়া ও অন্য প্রকার রোগ	৩২৫
কতিপয় জটিল রোগীর বর্ণনা	৩২৬
কতিপয় বিরল লক্ষণের রোগী	৩৩৩
স্ত্রী রোগ	৩৩৮
যোনির কতিপয় রোগ	৩৩৮
ডিম্বকোষের প্রদাহ	৩৪০
অতিরজঃ ও জরায়ুর রক্তস্রাব	৩৪৩
ঋতুবন্ধের বয়সে দুর্দমনীয় রক্তস্রাব	৩৪৮
স্বল্প ঋতু ও বাধক বেদনা	৩৪৯
বন্ধ্যাত্ব	৩৫১
গর্ভ ও গর্ভিনী	৩৫৪
গর্ভাবস্থায় কতিপয় উপসর্গ	৩৫৪
উল্টা ফুলজনিত গর্ভিনীর রক্তস্রাব	৩৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
গর্ভপাত	৩৫৮
মৃত বৎসা রোগ	৩৬১
বিলম্বিত প্রসব	৩৬২
এক্লামসিয়া	৩৬৩
দুইটি মারাত্মক অবস্থার রোগিণীর বর্ণনা	৩৬৪
প্রসব কালীন উপসর্গ	৩৬৫
সন্তানের মাথা বড় আকৃতির হওয়ায় প্রসব না হওয়া	৩৬৯
প্রসবের সময় প্রসব দ্বার ছিঁড়িয়া যাওয়া	৩৬৯
প্রসবের পর মুর্চ্ছা	৩৬৯
ফুল না পড়া	৩৭০
লোচিয়া বা প্রসবের পর স্রাব	৩৭০
ভেদাল ব্যথা বা প্রসবের পর তলপেটে ব্যথা	৩৭২
সূতিকা জ্বর	৩৭৩
মাতৃদুগ্ধ	৩৭৩
স্তনের বোঁটার ক্ষত	৩৭৪
ঠুনকো বা স্তন প্রদাহ	৩৭৫
অনিদ্রা	৩৭৬
জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও বহির্নিঃসরণ	৩৭৭
হিষ্টিরিয়া	৩৭৯
রোগী চিকিৎসার বর্ণনা	৩৭৯
শিশু রোগ	৩৮০
মৃতকল্প শিশু	৩৮১
নবজাত শিশুর চক্ষু রোগ	৩৮১
শিশুর দুর্দ্দমনীয় বমন	৩৮২
শিশুর নীল রোগ	৩৮৩
শিশুর ধনুষ্টংকার	৩৮৩
শিশুর কান্না	৩৮৪
শিশুর পাইমিয়া এবসেস	৩৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিশুর ফোস্কা হওয়া	৩৮৫
একজিমা	৩৮৬
শিশুর অস্থিবিকৃতি	৩৮৬
শিশুর শীর্ণতা	৩৮৭
শিশুর মাথায় পানি জমা	৩৮৭
কোষ্ঠবদ্ধ (বয়স্ক ও শিশুর)	৩৮৮
শিশুর দুধ তোলা	৩৯২
শিশুর দন্ত উদগমন কালীন পীড়া	৩৯৪
শিশুর তড়কা	৩৯৫
রাক্ষুসে ক্ষুধা (বয়স্ক এবং শিশুদের)	৩৯৭
চিরের চিকিৎসা	৩৯৭
চির বহিস্করণের ঔষধ প্রয়োগ প্রথা ও চিরের ঔষধের কুফল হইতে রক্ষার উপায়	৩৯৮
ছোট ক্রিমির চিকিৎসা	৪০০
বোবা	৪০০
শিশুর টিকা জনিত কুফল	৪০২
বুদ্ধির খর্বতা	৪০৩
কথা	৪০৪
শয্যামূত্র	৪০৪
উরু সন্ধির পীড়া	৪০৫
কতিপয় আকস্মিক দুর্ঘটনা	৪০৬
আগুনে পোড়া	৪০৬
আঘাত	৪০৭
কাঁটা বিদ্ধ হওয়া	৪১০
মারাত্মক আঘাতের কতিপয় রোগীর বর্ণনা	৪১১
কোন স্থান কাটিয়া যাওয়া	৪১৩
চোখে চুন বা এসিড পড়া	৪১৩
সর্ব দংশন	৪১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইঁদুর দংশন	৪১৪
হুল ফুটান	৪১৬
বিদ্যুৎ আঘাত	৪১৬
পানিতে ডুবা রোগী	৪১৭
ফাঁসি দেওয়া রোগী	৪১৭
গবাদি পশুর কতিপয় রোগের চিকিৎসা	৪১৮
গরুর বসন্ত রোগ	৪১৮
ক্ষুরা রোগ	৪১৯
কোষ্ঠকাঠিন্য	৪২০
গবাদি পশুর কতিপয় বিবিধ রোগের চিকিৎসা বর্ণনা	৪২০
মোরগের চিকিৎসা	৪২৩
রাণীক্ষেত চিকিৎসা	৪২৩
বসন্ত চিকিৎসা	৪২৪
আমাশয়ের বিবিধ অবস্থা	৪২৫
প্লুরিসি ঃ	৪২৬
হাম	৪২৮
পিত্তশূল	৪৩০
হিমাংগ	৪৩৩
পরিশিষ্ট	৪৩৩
স্মৃতিশক্তি	৪৩৩
শক্তিবর্ধক ঔষধ	৪৩৪
প্রথম কোন শক্তির ঔষধ প্রদান করিলে	৪৩৫
বিশেষ সুফল পাওয়া যায়	৪৩৫
কত শক্তি প্রদানের কত সময় পর পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।	৪৩৭
হোমিও ঔষধের পারস্পরিক সম্বন্ধ	৪৩৮
ঔষধের পারস্পরিক সম্বন্ধ	৪৩৯

বাংলাদেশে সাধারণত যে সকল রোগ হইতে দেখা যায় উহাদের চিকিৎসা বর্ণনা

মানসিক রোগ

উন্মাদ

উন্মাদ ত্রিবিধ সোরিক, সাইকোটিক ও সিফিলিটিক।

১। সোরিক পাগল : ইহারা এক কথা হইতে অন্য কথায় চলিয়া যায়। যাহা খুশী তাহা বলিতে ও করিতে থাকে। ইহাদের চেহারার পরিবর্তন হয় না। সুতরাং সোরিক পাগলের কার্যকলাপ না দেখিলে কেবল চেহারা দেখিয়া পাগল বলিয়া বুঝা যায় না।

২। সাইকোটিক পাগল : সাইকোটিক পাগল সর্বদা একই কথা বলিতে থাকে এবং একই প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া থাকে। ইহাদের চেহারা দেখিলে সহজেই পাগল বলিয়া বুঝা যায়।

৩। সিফিলিটিক পাগল : ইহাদের জ্ঞান বলিতে কিছুই থাকে না। মস্তিষ্ক যেন স্তব্ধ হইয়া যায়, প্রায়ই ইহারা নীরব থাকে, আপন মনে যাহা খুশী করিতে থাকে, কখন কখন আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতে থাকে। ইহাদের সব কার্যে মস্তিষ্কের স্থবিরতা প্রকাশ পায়। চেহারাটি অত্যন্ত মলিন ও বিষাদময় দেখায়।

হোমিওপ্যাথিতে পাগল চিকিৎসা করা আদৌ কঠিন নহে। লক্ষণ সংগ্রহ করিতে পারিলে অতি সহজেই পাগল চিকিৎসা করা যায়। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত আরোগ্যকর লক্ষণ খুঁজিয়া নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কারণ পাগল আপন হইতে কিছুই বলিতে পারে না বা প্রশ্ন করিয়াও তাহাদের নিকট হইতে সদুত্তর পাওয়া যায় না। বাহ্যিক যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, অভিভাবকগণ হইতে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় উহাদের মধ্য হইতে গভীর মনোযোগের সহিত আরোগ্যকর লক্ষণ খুঁজিয়া নিতে হয়।

অন্যান্য অনেক রোগের ন্যায় পাগল চিকিৎসায় নির্দিষ্ট কোন ঔষধের নাম করা যায় না। এই বিষয় যাহা বলা প্রয়োজন নিম্নে তাহা বলা হইল। আপনারা গভীর মনোযোগের সহিত নিম্নলিখিত রূপে লক্ষণ সংগ্রহ করিবেন।

(ক) রোগীর আকৃতি, পাগল হইবার পূর্বে কোন অস্বাভাবিক অভ্যাস, মন ও মেজাজের লক্ষণ নিবেন।

(খ) আহার, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদির ব্যতিক্রম জানিয়া নিবেন।

(গ) পায়খানা, প্রস্রাব, ঘর্ম, ঋতুস্রাব, থুতু বা লালা ইত্যাদি স্বাভাবিক স্রাবের রং গন্ধ ব্যতিক্রম ইত্যাদি জানিতে চেষ্টা করিবেন।

(ঘ) রোগী ঠাণ্ডা প্রিয় না গরম প্রিয় এবং তাহার মধ্যে বিরল কোন লক্ষণ আছে কিনা জানিয়া নিবেন।

(ঙ) রোগীর পূর্বে চর্ম বা অন্য কোন রোগের চাপা চিকিৎসা হইয়াছে কিনা জানিয়া নিবেন।

(চ) টিকা নিয়াছে কিনা এবং রোগী বা তাহার পিতামাতার গনোরিয়া, সিফিলিস বা উভয় রোগ হইয়াছিল কিনা জানিয়া নিবেন।

(ছ) কিসে এবং কখন রোগ বৃদ্ধি পায় জানিয়া নিবেন। এইরূপে লক্ষণগুলো জানিয়া নিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া ত্রিদোষ নাশক ঔষধগুলো হইতে ঔষধ নির্বাচন করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাই হইল পাগল চিকিৎসা সূচনার মর্মকথা।

আমি অনেকগুলি নানা প্রকৃতির পাগল ইত্যাদি মানসিক রোগী চিকিৎসা করিয়া দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছি।

কেবল ১৯৭৫ হইতে ১৯৭৮ সন পর্যন্ত আমি ২৯টি পাগল রোগী পাইয়াছি। তন্মধ্যে দুইটি পাগল ভ্রাতাকে মাত্র দুইবার ঔষধ দেওয়ার পর তাহাদের পিতা চট্টগ্রাম টাউনে নিয়া যায়। আল্লার রহমতে বাকী ২৭টি রোগী আরোগ্য হইয়াছে। নিম্নে আমার চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসিত কতিপয় বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক রোগীর চিকিৎসা বর্ণনা প্রদান করিলাম। আশা করি এই গুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে নূতনেরা চিকিৎসা পদ্ধতি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রথম প্রকৃতির রোগী

এই যুবক পাগলকে গিয়া দেখি, শিশুর ন্যায় উঠানে বসিয়া পায়খানা করিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া একটুও লজ্জা পায় নাই। সে চাহিয়া খায়না, খাবার দিলে খায়। নীরব হইয়া থাকে। কখনও কখনও বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতে থাকে। তাহার পিতা পাগল হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। তাহার মায়ের নিকট জানিতে পারিলাম পাগল হইবার পূর্বে যুবকটি পুনঃ পুনঃ খাইতে চাহিত। এবং সামান্য খাইয়া উঠিয়া যাইত। এই লক্ষণটি এবং মস্তিষ্কের এইরূপ স্তব্ধতার উপর নির্ভর করিয়া লাইকো ১০ এম পর্যন্ত দেওয়ার পর সে আরোগ্য হয়।

দ্বিতীয় প্রকৃতির রোগী

একটি বিবাহিত পাগল তরুণীকে গিয়া দেখি রোগিনী সম্পূর্ণ ফসফরাসের অবয়ব বিশিষ্টা রং ফরসা, চুল ও ভ্রুগুলি চিকন, পাতলা ও লালাভ। দেহ ছিপছিপে ও দীর্ঘ। পাগল হওয়ার পূর্বে সে বেশ বুদ্ধিমতী ছিল। মাথা তৈল দ্বারা সিক্ত রাখিত। এখন দৈনিক কয়েকবার মাথায় পানি ঢালে। ক্ষুধা ও পিপাসা অধিক। এক কথায় রোগিনীর মধ্যে পূর্ণ ফসফরাসের চিত্র পাইয়া তাহাকে ফসফরাস ১০ এম পর্যন্ত দেওয়ার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। এইরূপ ফসফরাসের অবয়ব বিশিষ্টা মাথা ও পেটে ঠাণ্ডা চাওয়া একটি ১৮ বৎসরের এবং অপর একটি ২৬ বৎসরের যুবতী পাগলকে আমি ফসফরাস প্রয়োগে স্থায়ী ভাবে আরোগ্য করিয়াছি। প্রথম যুবতীকে বাঁধিয়া রাখা হইত। ছাড়া পাইলে পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ি গিয়া নাচগান ও উৎপাত করিত। তাহার অত্যধিক ক্ষুধা ও পিপাসা ছিল এবং সর্বদা মাথা ধৌত করিত।

দ্বিতীয় রোগিনী ঘরের বেড়ার বন্ধন কাটিয়া ফেলিত। আসবাবপত্র বাহিরে ফেলিয়া দিত। সুস্থ অবস্থায় সে কখনও পর্দার বাহিরে যাইত না। পাগল হওয়ার পর রাস্তায় গিয়া পথিকের সাথে কথাবার্তা বলিত এবং সেও মাথা তৈল দ্বারা সিক্ত রাখিত।

তৃতীয় প্রকৃতির রোগী

একটি ১৩ বৎসরের বালিকা পাগল হইয়া গৃহের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিত। তাহার উৎপাতে রাত্রে কেহ ঘুমাইতে পারিত না। বাধা দিলে আক্রমণ করিত ফলে তাহাকে কুন্দায় (এক প্রকারের কাঠের তৈয়ারী যন্ত্র যাহাতে পাগলকে আটক রাখা হয়) আটকাইয়া রাখা হইত। সে রাত্রি অপেক্ষা দিবসে অনেকটা শান্ত থাকিত এবং পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিত, দেহে দুর্গন্ধ ঘর্ম হইত। রাত্রে বৃদ্ধি অধিক থুথু ফেলিতে দেখিয়া তাহাকে মার্কসল ১০ এম পর্যন্ত প্রদান করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে সমর্থ হই।

এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট আরও ৬টি পাগল রোগী এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছি, অন্য আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই, কেবল একটি রোগীকে ফস, ল্যাকে ও পালস দিতে হইয়াছিল।

চতুর্থ প্রকৃতির রোগী

একটি ১৮ বৎসরের যুবতী পাগল হইয়া সাত মাস কাল দৌড়-ঝাপ করে, রাত্রে ভীষণ উগ্রভাব ধারণ করে। গ্রামের জনৈক হোমিও চিকিৎসক চিকিৎসা করার পর একমাসের উর্ধ্বকাল সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় শুইয়া থাকে, শিশুর ন্যায় বিছানায় পায়খানা প্রস্রাব করে, কাহাকেও চিনে না, চাহিয়া খায় না, মুখের ভিতর খাদ্য দিলে হয় খাইত না হয় থু থু করিয়া ফেলিয়া দিত। তাহার দেহে দুর্গন্ধ ঘাম হইত এবং সে পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে থুথু ফেলিত। প্রথম অবস্থায় রাত্রে বৃদ্ধি, দুর্গন্ধ ঘর্ম ও অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ থুথু ফেলা এই তিনটি লক্ষণের উপর আমি তাহাকে মার্কসল ১ এম পর্যন্ত দেওয়ার পর বেশ সুফল দেখা দেয়। এখন সে নিয়মিত খায়, কথাবার্তা বলে, লোক চিনে, চুল বিন্যাস করে ও কিছু কাজকর্ম করে, কিন্তু মেজাজের মধ্যে কিছুটা পাগলের লক্ষণ তখনও থাকিয়া যাওয়ায় মার্কসল ১০ এম দিয়া প্রায় দুই মাসকাল অপেক্ষা করিয়াও কোন সুফল না পাইয়া কয়েকবার টিকা লওয়ার ইতিহাস পাইয়া থুজা ১ এম প্রদান করি। ইহাতে সে পুনঃ পূর্ববৎ বিছানায় শুইয়া পড়ে এবং তাহার মুখ হইতে অবিরাম ধারায় লালা যাইতে থাকে। আমি পুনঃ মার্কসল ১০ এম প্রদান করিয়া কোন সুফল না পাইয়া খুব চিন্তিত হইয়া পড়ি। মেয়েটি গৌর বর্ণ সুন্দর পাতলা গড়নের। সুস্থাবস্থায় সে খুব বুদ্ধিমতী ছিল এবং পাগল হওয়ার পর মাথায় পুনঃ পুনঃ ঠাণ্ডা তৈল ধারণ করিত। এই লক্ষণগুলোর উপর নির্ভর করিয়া আমি তাহাকে ফসফরাস ২০০ ও ১ এম দেওয়ার পর তাহার জ্ঞান কিছুটা ফিরিয়া আসে, লোক চিনে এবং বিছানা ছাড়িয়া বাগানে গিয়া ঝোপঝাড়ের ভিতর বসিয়া থাকে। খাওয়ার সময় হইলে খাদ্য নিয়া ঝোপঝাড়ের ভিতর বসিয়া খায় এবং কেহ বাধা দিলে ভীষণ রাগিয়া যায়, মেজাজ এমন তিরিক্ষি হইয়া পড়ে যে একদিন চাচার চেহারার উপরও থুথু নিক্ষেপ করে। এইরূপ ঝোপঝাড়ের ভিতর থাকা সাপের স্বভাব এবং সর্পবিষ হইতে প্রস্তুত ল্যাকেসিসের রুগী কথা বা কাজে বাধা প্রাপ্ত হইলে, মান্য ব্যক্তিরও মান তুড়িয়া থাকে বিধায় আমি তাহাকে ল্যাকেসিস ২০০ প্রদান করি। ইহাতে সে গৃহে আসিয়া বাস করে এবং ১ এম দেওয়ার পর মেজাজের তিরিক্ষিভাবে চলিয়া গিয়া এখন সারাদিন কেবল পুকুরে নামিয়া থাকে। কেবল পানিতে নামিয়া থাকিতে চায় এই একটি লক্ষণের

উপর নির্ভর করিয়া আমি তাহাকে পালসেটিলা ২০০ প্রদান করি। ইহার পর বেশ সুফল দেখা দেয়। উচ্চ শক্তির ঔষধ দিয়া পাছে অসুবিধায় পড়িতে পারি মনে করিয়া শক্তি পরিবর্তিত নিয়মে পালসেটিলা ২০০, ১৫/২০ দিন কখনও এক মাস পর পর দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করি। যে কোন শক্তির ঔষধকে ১০টি ঝাঁকি দিয়া নিলে শক্তি পরিবর্তিত হয়। একই শক্তির ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রত্যেকবার ১০টি ঝাঁকি দিয়া নিতে হয়। ইহার কয়েক মাস পর মেয়েটির বিবাহ হয় এবং আজ দুই বৎসরের ঊর্ধ্বকাল সে সুস্থ আছে। প্রথম যৌবনে মেয়ের সাইকোসিস দোষে মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে মেডোরিনাম উক্ত দোষনাশক একটি উত্তম ঔষধ হওয়ায় পালসেটিলা দেওয়ার সময় মাঝে একবার উহা ২০০ প্রদান করিয়াছিলাম।

পঞ্চম প্রকৃতির রোগী

একটি ষোল বৎসরের যুবতী বয়স প্রাপ্তির পর পাগল হয়। সে পরীদের সাত বোনের নাম নিয়া গান করিত, হাসিত, নাচিত এবং বলিত সে পরীদের সহিত এইরূপ করিতেছে। কখনও কখনও সে বসিয়া যেন কাহারও সহিত কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে সে শান্ত ভাব ধারণ করিত। তখন সে গৃহের আসবাবপত্র মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত।

ইহাতে আপন জনেরা মেয়েটির উপর পরীর আছর হইয়াছে মনে করিয়া এক বৎসরকাল নানা প্রকার মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা বহু চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া আমার নিকট আনে। আমি তাহাকে মেডোরিনাম ১০ এম পর্যন্ত দিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে সমর্থ হই।

সাইকোসিস দোষে দুষ্ট বালিকারা বয়স প্রাপ্তির পর বা প্রথম সন্তান গর্ভে আসার পর হইতে নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং বয়স প্রাপ্তির পর প্রায়ই অধিক রক্তস্রাব, হিষ্টিরিয়া বা মানসিক রোগ হইতে দেখা যায়। আসবাবপত্রকে অযথা মাজা ঘষা করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা শুচিবায়ুর নিদর্শন। মোডো শুচিবায়ুও আরোগ্য করে।

এইরূপ মানসিক রোগাক্রান্ত আরও কতিপয় তরুণীকে মেডোরিনাম দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি।

- **উন্মত্ততা (Insanity) :** এগারিকাস, এলুমিনা, এমন-কার্ব, এনাকার্ডিয়াম, এপিস, আর্জেন্ট-মেট, আর্ণিকা, **আর্সেনিক**, অরাম-মেট, ব্যারাইটা-মিউর, **বেলাডোনা**, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, কস্টিকাম, চেলিডোনিয়াম, সিকিউটা, সিমিসিফিউগা, ককিউলাস, কোনিয়াম, ক্রোকাস-স্যাট, ক্রোটেলাস-ক্যাস্কাভেলা, কুপ্রাম-মেট, সাইক্লামেন, ডালকামারা, গ্লোনইন, হেলিবোরাস, হিপার, সালফ, **হায়োসসিয়েমাস**, ইগ্নেশিয়া, কেলি-ব্রোম, কেলি-ফ্লোর, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, ল্যাকেসিস, লিলিয়াম-টিগ, **লাইকোপোডিয়াম**, ম্যানসিনেলা, **মার্ক-সল,** নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ময়েশ্চাটা, **নাক্স ভমিকা**, ওপিয়াম, অক্সালিক-এসিড, ফসফরাস, প্লাটিনাম, সোরিনাম, পালসেটিলা, রাস-টক্স, **স্ট্রামোনিয়াম**, সালফার, **ট্যারেন্টুলা**, থুজা, টিউবারকুলিনাম, **ভেরেট্রাম-অ্যাল্বাম**।

— পর্যায়ক্রমে দেখা দেয় :

-- প্রদাহজনিত জ্বরের সাথে : টিউবারকুলিনাম

-- জরায়ুর রক্তস্রাবের (metrorrhagia) সাথে ঃ ক্রোটেলাস ক্যাস্কাভেলা

-- অন্যান্য মানসিক লক্ষণের সাথে ঃ **কোনিয়াম**, স্যাবাডিলা

-- শারীরিক লক্ষণের সাথে ঃ **ক্রোকাস-স্যাট, হায়োসিয়েমাস, লিলিয়াম-টিগ, প্লাটিনাম, স্যাবাডিলা**, টিউবারকুলিনাম

-- বিষন্নতার (sadness) সাথে ঃ টিউবারকুলিনাম

-- আচ্ছন্নতার (stupor) সাথে : **হায়োসিয়েমাস**, ওপিয়াম।

— রজঃরোধ (amenorrhea) থেকে : **ককিউলাস-ইন্ডিকা**

— ক্রোধ (anger) থেকে ঃ বেলেডোনা, ইগ্নেশিয়া, ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম, ওপিয়াম, প্লাটিনাম, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

— উৎকণ্ঠার (anxiety) সাথে ঃ আর্সেনিক, বেলেডোনা, কুপ্রাম-মেট, কেলি-কার্ব, নেট্রাম-কার্ব, **স্ট্রামোনিয়াম**, ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম।

— সন্ন্যাস রোগের (apoplexy/stoke) পর ঃ হেলিবোরাস।

— হতাশা ও ক্লান্তিময় জীবনের সাথে দুঃখময় উন্মত্ততা ঃ

-- অপমান (mortification) বা পদ-মর্যাদা হারানোর ভয় থেকে ঃ ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব, ইগ্নেশিয়া, পালসেটিলা, রাস-টক্স, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সালফার, ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম।

— বসে বসে আলপিন ভাঙ্গবে ঃ বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া-কার্ব।

— নির্দয় (brutal) ঃ অ্যাবসিন্থিয়াম।

— বিকৃতি ক্ষুধার (bulimia) সাথে ঃ চায়না, **ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম**।

-- পর্যায়ক্রমিকভাবে খেতে অস্বীকার করা ঃ হায়োসিয়েমাস, ইপিকাক, স্ট্রামোনিয়াম, ভিরেট্রাম অ্যাল্বাম।

— শূকরের মতো মুখ দিয়ে মাটি গর্ত করে ঃ স্ট্রামোনিয়াম।

— ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে ঃ **/সিমিসিফিউগা, লিলিয়াম-টিগ/**

— ব্যস্ত (busy) ঃ **এপিস**, বেলেডোনা, হায়োসিয়েমাস, আয়োডিয়াম, কেলি-ব্রোম।

— খামখেয়ালী (capricious) ঃ র‍্যাফেনাস।

— শীতার্ততার (chilliness) সাথে ঃ **অ্যাকোনাইট, আর্সেনিক**, ক্যালকেরিয়া-কার্ব, ক্যান্থারিস, **লাইকোপোডিয়াম**, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভম, ফাইটোলাক্কা, **স্ট্রামোনিয়াম**, ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম।

-- ত্বক এর সাথে শীতল ঃ ক্রোটেলাস-হরিদাস।

— উৎফুল্ল/প্রফুল্ল (cheerful, gay) ঃ বেলাডোনা, ক্যানাবিস-স্যাট, ক্রোকাস-স্যাট, কুপ্রাম-মেট, ইগ্নেশিয়া, মেজেরিয়াম, স্ট্রামোনিয়াম, ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম।

— আলো ও লোকসঙ্গ চায় ঃ **স্ট্রামোনিয়াম**।

— খিচুনীর সাথে ঃ কুপ্রাম-মেট, হায়োসিয়েমাস, স্ট্রামোনিয়াম, ভিরেট্রাম-ভিরিডি, জিঙ্কাম-মেট।

— মেঝেতে হামাগুড়ি দেয় ঃ অ্যাবসিন্থিয়াস, **অ্যাসেটিক-অ্যাসিড**, বেলাডোনা, **ক্যানাবিস-ইন্ডিকা**, ল্যাকেসিস।

— উন্মত্ত লোকের মতো আচরণ করে ঃ ক্রোকাস-স্যাট, হায়োসিয়েমাস, কেলি-আর্স, ল্যাকেসিস, নাক্স-ময়েশ্চাটা, সিকেলি-কর, স্ট্রামোনিয়াম, ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম।

— নাচের সাথে ঃ বেলেডোনা, সিকিউটা, হায়োসিয়েমাস, ফস-অ্যাসিড।

-- এবং নিজেকে বিবস্ত্র করে ঃ বেলাডোনা।

— হতাশার (despair) সাথে ঃ ক্যালকেরিয়া কার্ব, ইগ্নেশিয়া, পালসেটিলা, রাস-টক্স, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সালফার, ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম।

— যথেচ্ছাচারী/স্বৈরাচারী (dictatorial) ঃ **লাইকোপোডিয়াম**।

— পারিবারিক ক্লেশের (domestic calamity) পরঃ ল্যাকেসিস।

— তার সবচেয়ে ভাল কাপড় পরিধান করে ঃ কোনিয়াম।

— যেন মাতাল ঃ ইনান্থে-ক্রোকেটা (oenanthe-crocata)

— মাতালদের মাঝে উন্মত্ততা ঃ **আর্সেনিক**, আর্স-সালফ-ফ্লেভাম, অরাম-আর্স, বেলাডোনা ক্যালকেরিয়া-কার্ব, ক্যানাবিস ইন্ডিকা, কার্বোভেজ, চায়না, কফিয়া, ক্রোটেলাস-হেরি, ডিজিটেলিস, হেলিবোরাস, হিপার-সালফ, হায়োসিয়েমাস, ল্যাকেসিস, মার্ক-সল, নেট্রাম-কার্ব, **নাক্স-ভম**, ওপিয়াম, পালসেটিলা, স্ট্রামোনিয়াম, সালফার।

— খায়/ভক্ষণ করে ঃ

-- ময়লা (dirt) ঃ মিলিলোটাস, সালফার।

-- গোবর ঃ মার্ক-সল।

-- খেতে অস্বীকার করে ঃ বেলাডোনা, ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম।

— ঈর্ষা/পরশ্রীকাতরতার (envy) সাথে ঃ **লাইকোপোডিয়াম**।

— কাম-প্রবণ (erotic) ঃ অ্যাম্ব্রা-গ্রাসিয়া, **এপিস, ব্যারাইটা-মিউর**, বেলাডোনা, বিউফো, ক্যালকেরিয়া-ফস, ক্যাস্ফর, ক্যানাবিস-ইন্ডিকা, ক্যান্থারিস, জিংসেং, গ্রাটিওলা, হায়োসিয়েমাস, কেলি-ব্রোম, লিলিয়াম-টিগ, লাইসিন, ম্যানসিনেলা, মিউরেক্স, নাক্স-ভম, ওরিগেনাম, ফসফরাস, পিক্রিক-অ্যাসিড, **প্লটিনাম**, পালসেটিলা, রুবিনিয়া, স্যালিক্স-নাইগ্রা, স্ট্যানাম, , স্ট্র্যামোনিয়াম, সালফার, ট্যারেন্টুলা-হিস্পা, **ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম**, জিঙ্কাম মেট।